দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19.SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

121

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাস্তবধর্মী কর্মসূচী

আমাদের দেশের দশ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত কোটিই নিরক্ষর। পত্রিকায় প্রকাশ, এ নিরক্ষরদের স্বল্পতম সময়ে কার্যকর, পেশাভিত্তিক, ব্যবহারিক এবং উৎপাদনমূখী শিক্ষা প্রদান না করলে আমাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ১৫০ মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশী বাড়ানো সম্ভব নয়।

নিরক্ষরতা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। নিরক্ষর এবং দৃষ্টিহীনের মধ্যে বাস্তবতার নিরিখে কোন তফাৎ নেই। শিক্ষা মানুষকে নম্রতা, ভদ্রতা, কর্তব্যসচেতনতা ও আদর্শ জীবন-যাপনের প্রেরণা যোগায়। পক্ষান্তরে নিরক্ষরতা মানুষকে পশুবৃত্তি, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয়। আর তাই শিক্ষিত গণশক্তি দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড— একথা আমাদের দেশে আজ শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের উন্নতির মূল প্রেরণা সে দেশের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষিত জনশক্তি। আজ ইউরোপের অধিকাংশ দেশেরই শিক্ষার হার শতকরা ৯৮ ভাগ। তুরস্ক মাত্র বিশ বছরে শিক্ষার মান শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের নিরক্ষরতা হতাশাব্যঞ্জক এবং লজ্জাজনক। তাই এদেশের পক্ষে শতকরা ৮০ জনের নিরক্ষরতার বোঝা কাঁধে নিয়ে জাতীয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়।

অথচ শিক্ষাগ্রহণের জন্য মুসলমানদের উপর কড়া তাগিদ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম আদেশই হলো 'ইকরা' বা 'পড়'। রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন হাদিসে বলেছেন, 'মুসলিম নর-নারীর জন্য শিক্ষা অর্জন ফরজ'। 'শিক্ষিতের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র'।

'একঘন্টা জ্ঞানের সাধনা ষাট বছরের নফল এবাদতের চেয়েও উত্তম'। আমরা যদি আল্লাহ ও তার রাসূল প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য না করতাম তবে আজকের মুসলিম বিশ্বে শিক্ষিতের হার থাকতো সবার উর্ধ্বে।

আমাদের দেশের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষায় আগ্রহীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। সরকার পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রতি বছর বয়স্ক শিক্ষার জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় করছেন কিন্তু একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষীর অবহেলা এবং অর্থ আত্মসাৎ-এর কারণে সরকারের এই প্রচেষ্টা কোন ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারেনি।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি জাতি বাস্তবভিত্তিক কোন শিক্ষানীতি পায়নি।

বর্তমানে দেশে গণশিক্ষা বিস্তারে সরকারের কোন বলিষ্ঠ শিক্ষা কর্মসূচী নেই। শুধুমাত্র বেসরকারী উদ্যোগ-আয়োজন থেকে পরিপূর্ণ ফল আশা করা যায় না। তদুপরি এদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন না হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান জোরদার করা সত্ত্বেও শিক্ষিতের হার বাড়বে না। তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারকে সর্বপ্রথম আদর্শ ও বাস্তবধর্মী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সাথে সাথে শিক্ষার আলোয় গর্বিত আমরা সবাই যদি প্রত্যেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একজন নিরক্ষর প্রতিবেশীকে এক বছরেও অক্ষরজ্ঞান দানে সচেষ্ট হই তবে নিরক্ষরতার আজকের এই লজ্জাকর পরিণতি থেকে আমাদের দেশ ও জাতি বহুলাংশে পরিত্রাণ লাভ করবে।

—আবু নাইম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ